সুচিপত্র

তোমার অলৌকিকতায় আজও অবাক পৃথিবী—১৫
অলৌকিক সুবাস—১৭
হাতের পরশ—১৮
স্তন ভরে উঠল দুধে—১৮
প্রবাহিত হলো পানির ফোয়ারা—১৯
আঙুল থেকে পানির ঝরনা—২১
চাঁদ দু-টুকরো হলো—২২
সূর্য ফিরে এল পেছনে—২২
পাথর তসবীহ্ জপে—২৩
গাছ সালাম করে প্রিয় নবীজির পায়—২৪
খাবারও যিকির করে—২৫
গাছ হেঁটে চলে নবীজির ইশারায়—২৫
উট নালিশ করল নবীজির দরবারে—২৬
কাক এসেছে নবীজির খেদমতে—২৭
বাঘ এসেছে দরবারে তাঁর—২৮
ভাষাহীনা কথা বলে প্রিয়তমের সকাশে—২৯
গুঁইসাপ সাক্ষ্য দিল—২৯
হতাশ হলো বাঘ—৩০
মৃতরাও জেগে ওঠে—৩১
মরা মানুষ খানা খায়—৩১
বিয়োগের কান্না—৩২

নবীজির রুমাল—৩৩
ফিরে পেলেন দৃষ্টিশক্তি—৩৪
নলার বরকত—৩৪
হাতের পরশ—৩৫
সত্তরজন পান করলেন এক পেয়ালা—৩৫
অসামান্য রবকত—৩৬
উড়ে গেল চোখের যন্ত্রণা—৩৬
গরমও নেই ঠাণ্ডাও নেই—৩৭
এ কেমন বিজ্ঞান—৩৮
সাক্ষ্য দিল দুধের শিশু—৩৮
নিজ হাতে আদায় করলেন সকল দেনা—৩৯
বরকতের দস্তরখান—৪০
কেটে গেল শীত—৪১
জীবন্ত হাতের ছোঁয়া—৪১
বরকত পেল ইহুদীও—৪২
দেয়াল বলে উঠল 'আমীন'—৪৩
কথা বলে ভিনদেশি কণ্ঠে—৪৩
খেজুরের ডাল হলো তলোয়ার—৪৩
নাজ্জাশীর বিদায় সংবাদ—৪৪
বিজিত হোয়াইট হাউজ—৪৪
স্বপ্নের বিজয়—৪৫
হিজরতের পথে—৪৬
কুপোকাত হলো সুরাকা—৪৭
হেরে গেল রোকানা—৪৯
কেটে গেল যাদু—৫৩
এক ইহুদী নারীর চক্রান্ত—৫৫
ভস্ম হলো বেঈমান—৫৫
টুকরা টুকরা হলো উতবা—৫৭

ধ্বংস হলো মুনাফেক—৫৯
ঘাবড়ে গেল আবু জেহেল—৬০
এক পেয়ালা দুধ—৬১
এক পেয়ালা খাবার—৬৩
সামান্য বকরির গোশত—৬৩
ইঙ্গিতে আলো জ্বলে—৬৪
প্রদীপ হলো গাছের ডাল—৬৪
হাতের ছড়ি জ্বলে উঠল অলৌকিক রোশনিতে—৬৫
নূর ভেসে উঠল কপালে—৬৫
ব্যর্থ হলো ষড়যন্ত্র—৬৬
দৌড়ে বাঁচল আবু জেহেল—৬৮
অদৃশ্য দেয়াল—৬৯
সাপ চেপে বসল মাথায়—৭০
ভয়ংকর পরিণতি—৭১
আল্লাহ যাঁকে রক্ষা করেন—৭২
গাধা বলল : আমার নাম ইয়াযীদ ইবন শিহাব—৭৩
বাঘ যখন প্রহরী—৭৪
বৃষ্টিতে হেঁটে চলেন শুকনো কাপড়ে—৭৫
ফলে ভরে উঠল শুষ্ক বৃক্ষ—৭৫
কয়েকটি খেজুর এবং এক বিশাল কাফেলা—৭৬
প্রতিমা সাক্ষ্য দিল সত্যনবী এসেছেন—৭৭
পাথর মাটি ও বৃক্ষ সাক্ষ্য দিল—৭৯
হাবীব ফিরে পেলেন দৃষ্টিশক্তি—৭৯
খাটো হয়ে গেল ডান হাত—৮০
পানি মিঠা হয়ে গেল—৮০
বেড়ে গেল কূপের গভীরতা—৮০
শান্ত হলো শিশুর মন—৮১
দুর্গন্ধ রূপান্তরিত হলো সুগন্ধিতে—৮১

হাতের ব্যথা কেটে গেল মুহূর্তে—৮২
ভাঙা হাত জোড়া লেগে গেল—৮৩
হৃদয় পাক হয়ে উঠল দুআর বরকতে—৮৩
অন্যের হক হজম হয় না—৮৪
শয়তান এল চোরের বেশে-৮৫
তাঁর আগমনে আলোকিত হলো পূর্ব-পশ্চিম—৮৬
এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলছিল—৮৭
মেঘ ছায়া হয়ে ফেরে ... —৮৭
পাথর পানি দেয়—৮৮
বরকতের হাত—৮৯
গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়ল তাঁর দিকে—৮৯
মেঘ ছুটে আসে তাঁর ইশারায়—৯১
সুস্থ হয়ে উঠল পায়ের গোছা—৯২
দুআ করলেন বরকতের—৯২
দুশমন তোমাকে হত্যা করতে পারবে না—৯৩
ইরান সম্রাটের চুড়ি হযরত সুরাকার হাতে—৯৩
আদী! কিসরার ধনভাণ্ডার জয় করবে তোমরা—৯৫
সুস্থ হয়ে উঠল অসুস্থ উট—৯৬
তোমাদের হাতে নিহত হবে আবু জাহেল—৯৭
মুহাম্মদ মিথ্যা বলেন না—৯৮
সত্তর বছর বয়সেও মুখমণ্ডলে কিশোর রূপ—১০০
মিঠা হয়ে উঠল নোনা ঝরনার পানি—১০৩
মেরাজ—১০৩

॥ পরিশিষ্ট ॥

সেই গাছ। দেড় হাজার বছর পরে... —১১২
সেই মুজেযার ঝলক দেড়শ বছর পর—১২১

আমাদের নবীজির ১০০ মুজেযা

তোমার অলৌকিকতায় আজও অবাক পৃথিবী

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব ছিল সমকালীন পৃথিবীর সর্বাধিক আলোচিত ঘটনা। ঘটনার সূচনা থেকেই দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে সমুদয় আরববাসী। তাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সত্যপ্রিয়, পবিত্র, স্বচ্ছ ও অনাবিল চিন্তার অধিকারী তাঁরা প্রথম সাক্ষাতেই বিষয়টি গভীর বিবেচনায় নেন। নবীজির অতীত চরিত্র, লেনদেন, আচার-আচরণ সবকিছুর বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেন তাঁরা। অতঃপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 'নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী। তাঁর দাবিও একান্ত সত্য।' কারণ, নবীজিবনের চল্লিশ বছর কালব্যাপী জীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়েছে তাদেরই মাঝে। তারা একান্ত কাছে থেকে দেখেছে, নবীজি ইতোপূর্বে কখনো মিথ্যা বলেননি। কারও অধিকার দলিত করেননি। ছিনিয়ে নেননি কারও হক। বরং তাঁর বিশাল হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, নির্মোহতা, উদারতা আর ঔদার্য ছিল সকলের মুখে মুখে। আবার এ সবকিছু জেনেশুনেও অনেকে চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগত। আজন্ম লালিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারত না তারা। তাদের গতর কাঁপত, হৃদয় কাঁপত। কিন্তু আরেকটি শ্রেণি ছিল 'ভেতর-অন্ধ'। হৃদয়ের কপাট তাদের ছিল তালাবদ্ধ-মোহর আঁটা। চামচিকা যেমন প্রকৃতিগতভাবেই আলোর বিরোধী তারাও ছিল তেমনই সত্য ও সুন্দর-বিরোধী। অবশ্য এদের সংখ্যাই ছিল ভারী এবং এখনও এদের সংখ্যাই প্রধান। হলে কী হবে, তাদের নিয়ে আজ কেউ ভাবে না। কারণ, বস্তায় বস্তায় মৃত্তিকার বোঝা না বয়ে পকেট-বোঝাই মণিমুক্তা অনেক ভালো। তাই মানবজাতির পরশ-পাথর প্রিয়তম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরশ মেখে যারা সোনা হয়েছেন যুগে

যুগে আলোচনা হয়েছে কেবল তাঁদের সম্পর্কে, তাঁদের দীপ্ত জীবন ও কল্যাণস্নাত কর্মমালা সম্পর্কে।

যারা স্বচ্ছ ভাবনা আর উদার চিত্তের অধিকারী ছিলেন, সত্য গ্রহণ ও উপলব্ধির ক্ষমতা যাদের ছিল প্রখর ও শানিত, তারা নবীজির দাওয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কবুল করেছেন। মূর্তি-প্রতিমার অসারতা, যুক্তিহীন পৈত্রিক ধর্মের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে তাদের খুব বেশি মগজ ক্ষয় করতে হয়নি। বরং আল্লাহর গুণাবলি আর হস্তনির্মিত মূর্তিগোষ্ঠীর চাক্ষুষ দুর্বলতাই তাদের পথ দেখাবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যারা এ সবকিছু বোঝার পরও প্রচণ্ড দুর্বল মতিত্বের ফলে জীবন-ভাবনার আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবতে ভয় পাচ্ছিল, শঙ্কা হচ্ছিল যাদের পথ পরিবর্তনের অদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের জীবনে সিদ্ধান্তের বাতি জ্বালাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি বজ্র-ঝাঁকুনির। মূলত সেই ঝাঁকুনিটাই হচ্ছে মুজেযা।

এই দুর্বল শ্রেণিটি যখন নবীজির হাতে এমন কোনো কাণ্ড ঘটতে দেখত যা সাধারণের সাধ্যাতীত তখন তাদের সহসা বোধোদয় হতো। তাদের দুর্বল চিত্ত সত্য-ভাবনায় মুহূর্তে বলীয়ান হয়ে উঠতো প্রবল অলৌকিক শক্তিতে। অবিলম্বে উপনীত হতো তারা এক নয়া সিদ্ধান্তে। সে সিদ্ধান্ত হতো অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথে আসার সিদ্ধান্ত। মন্দ থেকে ভালোর দিকে আসার সিদ্ধান্ত। চির অভিশপ্ত জীবন থেকে চির অম্লান জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত। অনাগত কল্যাণঘেরা এক অনাবিল স্বপ্নপ্রবাহ তাদের জীবনময় ধ্বনি তুলত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। অধিকন্তু সেই সব মুজেযা-অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঈমানদারদের ঈমানকে করত আরও সুদৃঢ়, শক্তিশালী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের দেড় হাজার বছর পরও সেসব কাহিনী স্বমহিমায় ভাস্বর। আজও পর্যন্ত সেসব কাহিনী দুর্বল ঈমানে শক্তি জোগায়, নড়বড়ে বিশ্বাসকে করে অলৌকিক দৃঢ়তায় বলীয়ান। মূলত এই প্রত্যাশায়ই এখানে নবীজিবনে সংঘটিত অসংখ্য মুজেযা থেকে একশোটি মুজেযা পত্রস্থ করা হলো।

আমাদের নবীজির ১০০ মুজেযা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন